21 OCT 1990

দৈনিক খবর

তারিখ ... 21 OCT 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

গাড়ী থেকে নাম মুছে ফেলা হয়েছে

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক সমিতির সভায় তুমুল বাক-বিতন্ডা ও রসালো আলোচনা

।। খবর রিপোর্ট ।।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সরকারী অধ্যাদেশ প্রশ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সাধারণ সভায় 'সরকারের সহযোগী, পরামর্শদাতা, প্রভাবশালী উপাচার্য' ইত্যাদি বিষয়ে তুমুল বাক-বিতন্ডা ও রসালো আলোচনা হয়েছে। তবে সরকার ঘোষিত অধ্যাদেশ প্রতিরোধ প্রশ্নে চার ঘন্টা আলোচনা শেষে তাঁরা ঐক্যমতে পৌছেন।

গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবনে শিক্ষকদের এক জরুরী সাধারণ সভা আহবান করা হয়। সভার শুরুতেই প্রশ্ন ওঠে এ সভার আমন্ত্রণপত্রের ভাষা নিয়ে। সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নূরুল আমিন বেপারী স্বাক্ষরিত আমন্ত্রণপত্রে লেখা হয়েছে-- 'স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সম্প্রতি জারিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশ নং ১৩ (১৯৯০) প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক জরুরী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।' স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রতিহত করার লক্ষ্যে এ সভা আহবান করা হয়েছে কি-না এ প্রশ্নের জবাবে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ভাষাগত ভুলের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য নয়, আন্দোলন প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য এ সভা আহবান করা হয়েছে।

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সভায় বক্তারা আলোচনাকালে গত ১৪ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের সাধারণ সভার আহবানের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১৪ই অক্টোবরের সভা থেকে উপাচার্যের কাছে দেয়া এক চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা সম্পর্কে সমিতিকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে 'অবহিত' করার জন্য বলা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ৪৮ ঘন্টার পরে রেজিষ্ট্রার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে সমিতিকে বন্ধ সম্পর্কে কোন তথ্য না দিয়ে সমিতির নির্বাহী কমিটিকে ২০শে অক্টোবর উপাচার্যের সাথে দেখা করার জন্য বলা হয়। সভায় কর্তৃপক্ষ সমিতির প্রস্তাবে যথাসময়ে সাড়া না দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে নির্বাহী কমিটির সদস্যদেরকে উপাচার্যের সাথে দেখা না করার আহবান জানানো হয়।

জানা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সরকারী অধ্যাদেশটি গত ১৭ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় উত্থাপিত হয়। কিন্তু সিন্ডিকেট ঐ ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে কোন বক্তব্য না দেয়ায় বক্তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট তাৎক্ষণিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অথচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তাৎক্ষণিকভাবে অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করে এর নিন্দা করেছে।

প্রভাবশালী উপাচার্য প্রসঙ্গে–

একজন বক্তা সভার সভাপতির কাছে জানতে চান-- 'একটি দৈনিক পত্রিকায় বলা হয়েছে, একজন প্রভাবশালী উপাচার্যের পরামর্শে এ অধ্যাদেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?' সভাপতির জবাব দেয়ার আগেই শিক্ষকদের 'সাদা' গ্রুপের সমর্থক একজন উঠে বলেন, এভাবে বলবেন না। আপনি নিজে কিছু জানলে বলুন- কে এই প্রভাবশালী উপাচার্য। বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য- পাল্টা বক্তব্যের এক পর্যায়ে তৃতীয় একজন বলেন, স্বাভাবিকভাবে প্রভাবশালী উপাচার্য বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বুঝায়। তবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সংগ্রামী ঐতিহ্যের অধিকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এমন ভূমিকা রাখতে পারেন না। তাই বিষয়টি পত্রিকাটির কাছে জানতে চাওয়া হবে- কে এই উপাচার্য? এ প্রস্তাবের মাধ্যমে এ প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ হয়।

উল্লেখ্য, বর্তমান উপাচার্য শিক্ষকদের নীল, গোলাপী ও সাদা গ্রুপের মধ্যে সাদা গ্রুপের একজন নেতা থাকাকালে উপাচার্য হন।

গাড়ী প্রসঙ্গে---

জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দেয়া দু'টো মাইক্রোবাসের গায়ে রাষ্ট্রপতির নাম লেখা ছিল এবং তিনদিন আগে তা মুছে ফেলা হয়েছে। শিক্ষক সমিতির সভা থেকেই এ নাম মুছে ফেলার দাবী জানান হয়েছিল সমিতির গত ২৪শে সেপ্টেম্বরের সাধারণ সভায়। সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারির পর গাড়ী থেকে 'মহামান্য রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ-এর উপহারঃ' লাইনটি ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে।

শিক্ষকদের গত শুক্রবারের সভায় এ গাড়ী প্রসঙ্গটিও আলোচিত হয় এবং এ নিয়েও দু'পক্ষের মধ্যে তীর্যক আলোচনা চলে। সাদা দলের সাথে সরকারের যোগসূত্রের কোন প্রমাণ আছে কি-না এ প্রশ্নের জবাবে প্রতিপক্ষের দিক থেকে বলা হয়, এভাবে রাষ্ট্রপতির নাম খোদাই করা কোন গাড়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্তমান প্রশাসনের আগে কখনও আসেনি।

গৃহীত প্রস্তাব

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে সরকারী অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস চালু, সকল সরকারী অনুষ্ঠান ও সরকারী মাধ্যম বর্জন, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আহূত ছাত্র-শিক্ষক- অভিভাবক সমাবেশে যোগদান এবং প্রতিবাদ মিছিল ও সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া প্রস্তাবে উপাচার্যকে চ্যান্সেলরের সাথে বৈঠকে যোগ না দেয়ার আহবান এবং সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুর দাবী জানান হয়।

প্রতিবাদ মিছিল

স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থনে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশ নং ১৩ (১৯৯০) প্রতিহত করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আজ রোববার সকাল দশটায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল বের করবে।